পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এসআইআর ব্যবস্থার খসড়া, বিশেষ পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে বিশেষ পরিকল্পনা কমিশন নতুনভাবে এসআইআর (Statistical Information Registry) বা তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যে কাজরত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এই উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। এটির মাধ্যমে শ্রমিকদের তথ্য সংরক্ষণ, তাদের কর্মপরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে প্রশাসনিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। পরিকল্পনা কমিশনের সূত্রে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করছেন, তাদের কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং সামাজিক কল্যাণের তথ্য এখনও যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। বিশেষ পরিকল্পনা কমিশন এই সমস্যার সমাধান করতে একটি স্বতন্ত্র এসআইআর সিস্টেম চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই রেজিস্ট্রির মাধ্যমে শ্রমিকদের নাম, কর্মক্ষেত্র, কর্মঘণ্টা, বেতন, বাসস্থান এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রীভূতভাবে সংরক্ষণ করা হবে। সূত্রের খবর, এই তথ্যসংগ্রহের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। অন্য রাজ্যে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে যদি কেউ দুর্ভোগ বা শোষণের শিকার হন, তবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারবে। এছাড়াও, শ্রমিকদের জন্য সরকারি কল্যাণ প্রকল্প এবং স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়াও সহজ হবে। পরিকল্পনা কমিশন জানিয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে শ্রমিকদের শোষণ রোধ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে। এই এসআইআর তৈরিতে স্থানীয় প্রশাসন, শ্রম দফতর এবং বিভিন্ন এনজিওর সঙ্গে সমন্বয় করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। প্রতিটি শ্রমিকের তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি নিশ্চিত করা হবে যাতে ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য সিস্টেমে প্রবেশ না করে। বিশেষ পরিকল্পনা কমিশন আশা করছে, এর মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার তৈরি হবে, যা তাদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ কেবল তথ্য সংরক্ষণের জন্য নয়, বরং এটি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য একটি সুরক্ষা জাল তৈরি করবে। তারা যে কোনো সমস্যায় দ্রুত সহায়তা পাবেন এবং প্রশাসন তাদের পাশে থাকবে। এছাড়াও, কমিশন জানিয়েছে যে, রেজিস্ট্রি নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে এবং কর্মক্ষেত্র ও বসবাসের পরিবর্তনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্য রাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকরা প্রায়ই প্রশাসনিক নজরদারির বাইরে থাকে। এতে করে তাদের অধিকার রক্ষা করা কঠিন হয়। এসআইআর এর মাধ্যমে শ্রমিকদের তথ্য কেন্দ্রীয়ভূতভাবে সংরক্ষণ করলে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং দ্রুত সমাধান দেওয়া সম্ভব হবে। এটি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পরিকল্পনা কমিশনের এই উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে শ্রমিক সংগঠন এবং বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা। তারা মনে করছেন, এসআইআর চালু হলে শুধু শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে না, বরং পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর সামাজিক দায়বদ্ধতাও বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে। পরিকল্পনা কমিশন আশা করছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই রেজিস্ট্রি পুরো রাজ্য পর্যায়ে কার্যকর হবে এবং ধাপে ধাপে অন্যান্য রাজ্যেও সম্প্রসারণ করা হবে। এটি শুধু প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে না, বরং শ্রমিকদের জীবনমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

দুর্গা প্রতিমা আনতে গিয়ে দুর্ঘটনা, হুগলির পোলবায় মৃত ৩'র শোকের ছায়া

বনস্পতি দে, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ হুগলির পোলবায় দুর্গা পূজোর প্রস্তুতির সময় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্গা প্রতিমা আনতে গিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয়, আর এক জনকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার খবরে পুরো এলাকা শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুর্গা প্রতিমা স্থানান্তরের সময় ব্যবহৃত ট্রাক বা ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার সৃষ্টি করে। প্রতিমা তুলতে এবং স্থানান্তর করতে প্রচুর মানুষ সমবেত ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় গর্ত বা ধাক্কা লাগার কারণে ট্রাকটি হঠাৎ অচল হয়ে যায়, এবং এতে এগিয়ে থাকা মানুষজনের উপর প্রভাব পড়ে। স্থানীয়রা তৎক্ষণা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান, তবে তাতেও তিনজনের প্রাণ বাঁচানো যায়নি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নিহতরা স্থানীয় হুগলির পোলবা এলাকার পরিচিত মানুষ। তাদের মধ্যে একাধিকজন দীর্ঘদিন ধরে প্রতিমা তৈরির কাজ এবং পূজা আয়োজনের কাজে যুক্ত ছিলেন। শোকাহত পরিবার এখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। স্থানীয় মানুষজন দুর্ঘটনার পর আহতদের পাশে দাঁড়িয়ে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার প্রাথমিক কারণ হিসেবে ট্রাক বা ভ্যানের অতিরিক্ত ভাড়া বোঝা এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোকে দায়ী করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জরুরি ব্যবস্থা নিয়েছে। আহতদের চিকিৎসা এবং মৃতদের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, হুগলির পোলবায় প্রতিমা স্থানান্তর প্রায়ই জনসমক্ষে এবং সরু পথ দিয়ে করা হয়। প্রতি বছর পূজার সময় এমন পরিবেশে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটে। তবে এবার ঘটনার তীব্রতা অনেক বেশি, কারণ এতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ভবিষ্যতে প্রতিমা স্থানান্তরের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে এবং জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। পৌরসভা ও পূজা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার পর তারা শোক প্রকাশ করেছেন এবং আহত পরিবারগুলোর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এছাড়াও প্রতিমা স্থানান্তরের জন্য নতুন নিয়ম ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা তৈরি করা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় জনসমাগম ও ভারী মালামাল স্থানান্তর করার সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোটখাটো অবহেলা এবং প্রস্তুতির অভাব এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তারা স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক করে বলেছেন, পূজা বা উৎসবের সময় নিরাপত্তা নির্দেশনা কঠোরভাবে মানা অত্যন্ত জরুরি। হুগলির পোলবায় এই দুর্ঘটনা শুধুমাত্র পরিবারের জন্য নয়, পুরো কমিউনিটির জন্য শোকের বার্তা নিয়ে এসেছে। স্থানীয়রা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, যদি ভবিষ্যতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরভাবে না নেওয়া হয়, তবে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। পোলবাবাসী এবং পূজা কমিটি একসঙ্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এদিকে, দুর্গা প্রতিমা আনয়ন বন্ধ না রেখে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানান্তরের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ সতর্ক অবস্থানে থেকে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে। শোকাহত পরিবার এবং স্থানীয়রা আশা করছেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা আর ঘটবে না এবং উৎসবটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে।

ধানজমিতে পদ্ম চাষে সফল হাওড়ার কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া ঃ হাওড়ার কৃষি ক্ষেত্রের দৃশ্যপট এবার একটু অন্যরকম হয়ে উঠেছে। ধানজমিতে এবার চাষ করা হয়েছে পদ্ম, এবং এই নতুন ধরনের চাষ থেকে আশার আলো দেখছেন স্থানীয় চাষিরা। দীর্ঘদিন ধরে ধানের চাষেই নির্ভরশীল এই অঞ্চলের কৃষকরা এবার নতুন প্রযুক্তি ও উদ্যোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন ধরনের ফলন নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। পদ্ম চাষে অর্জিত এই সাফল্য শুধু আর্থিক দিক থেকেই নয়, বরং কৃষি বৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্যও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাওড়ার বিভিন্ন ব্লকের কৃষকরা ধানজমিতে পদ্ম চাষ শুরু করেছেন। এই চাষকে আরও সুবিধাজনক করতে রাজ্য সরকারের কৃষি দফতর বিশেষ প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করেছে। কৃষকরা বলছেন, প্রথমবার পদ্ম চাষ শুরু করতে কিছুটা ঝুঁকি ছিল, তবে সরকারী তত্ত্বাবধান এবং সহায়তা পেয়ে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। কৃষক মনোরঞ্জন দাস বলেন, প্রথমবার পদ্ম চাষ করছি। ধানের জমিতে চাষ করা হলেও ফলন আশানুরূপ হয়েছে। স্থানীয় বাজারে এর চাহিদাও ভালো, তাই এবার আমাদের উপার্জন আগের তুলনায় অনেক বেশি। অন্য একজন চাষি বলছেন, ধানজমিতে পদ্ম চাষে পানির ব্যবহার কম এবং পরিচর্যা সহজ। এটি আমাদের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। পদ্ম চাষের সঙ্গে ধান চাষের তুলনায় বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। মূলত পানির গভীরতা, মাটির ধরনের নির্বাচন এবং রোগ-নিয়ন্ত্রণে খুঁটিনাটি নজর দিতে হয়। হাওড়ার কৃষকরা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে এসব দিক মেনে পদ্ম চাষ করছেন। রাজ্য কৃষি দফতর জানিয়েছে, তারা নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করছে এবং চাষিদের প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করছে যাতে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়। এই নতুন চাষ থেকে শুধু আর্থিক লাভ নয়, পরিবেশের দিক থেকেও সুফল দেখা যাচ্ছে। পদ্মের চারা পানির সঙ্গে মিশে মাটি উর্বর রাখতে সাহায্য করছে। পাশাপাশি জমির ক্ষয় রোধ হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে হাওড়ার কৃষি সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করবে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরনের উদ্যোগ গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং কৃষকদের নির্ভরতা এক ধরনের কৃষি পদ্ধতির ওপর থেকে কমাতে সাহায্য করে। স্থানীয় বাজারে পদ্মের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ফুলের চাহিদা উৎসবকালীন সময়ে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে থাকে। হাওড়ার কৃষকরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাজারজাতকরণের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। কৃষক সমিতিগুলো বলছে, চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক সমন্বয় রাখলে তারা এই ধরনের চাষকে দীর্ঘমেয়াদে আরও লাভজনক করতে পারবেন। রাজ্য সরকারের কৃষি দফরের মুখ্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ধানজমিতে পদ্ম চাষ একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছে। আমরা চাষিদের জন্য প্রশিক্ষণ, বীজ সরবরাহ এবং বাজার সংযোগের ব্যবস্থা করছি।

শাটার খুলতে গিয়ে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার বেহালা এলাকায় একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে একজন বৃদ্ধা বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন। মৃতা এলাকার একজন পরিচিত বৃদ্ধা। তিনি তার দোকান খোলার জন্য শাটার উঁচু করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনার শিকার হন। ঘটনাস্থলেই বৃদ্ধা গুরুতরভাবে তড়িপ্রাপ্ত হন এবং স্থানীয়রা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকালে ভারী বৃষ্টি ও জমে থাকা জল শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। মৃত বৃদ্ধা দোকানের শাটার খুলতে দাঁড়ানোর সময় শাটারের সঙ্গে সংযুক্ত বিদ্যুৎ সংযোগে শরীরের ছোঁয়া লাগার ফলে তড়িপ্রাপ্ত হন। এই ধরনের ঘটনা ইতিপূর্বে কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলেও ঘটেছে, যেখানে বৃষ্টির সময় জমে থাকা জল এবং খোলা বিদ্যুৎ সংযোগ মানুষের জন্য প্রাণঘাতী বিপদ তৈরি করেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, সেই সময়ই বেহালার বিভিন্ন দোকানে জল জমে ছিল। অনেক দোকানদারই সতর্ক থাকার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বয়স্ক ও অভিজ্ঞ বৃদ্ধা মনে করেছিলেন যে তিনি শাটার খুলতে পারবেন। তবে বিদ্যুতের হঠাৎ সংযোগের কারণে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা শোকের ছায়ায় ভুগছেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না থাকার বিষয়েও অভিযোগ করেছেন। পুলিশ এবং বিদ্যুৎ সংস্থার কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তারা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি তারা স্থানীয়দের সতর্ক করেছেন যে, বৃষ্টির সময় খোলা বিদ্যুৎ সংযোগ বা জমে থাকা জলে দাঁড়ানো প্রাণঘাতী হতে পারে। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে সতর্কতা এবং বিদ্যুৎ সংযোগের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। স্থানীয়রা বলছেন, বেহালার বিভিন্ন এলাকায় জল জমা হওয়া এবং বৃষ্টির সময় দোকান খোলা কঠিন হয়ে ওঠে। যদিও স্থানীয় প্রশাসন এবং বিদ্যুৎ সংস্থা নিয়মিত নজরদারি চালায়, তবুও দুর্ঘটনা এড়ানো যায়নি। মৃত বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যরা শোকাহত। তারা জানান, বৃদ্ধা একমাত্র জীবিকা নির্বাহের জন্য দোকান পরিচালনা করতেন এবং দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বৃষ্টি এবং জল জমার সময় বিদ্যুৎ সংযোগের নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। খোলা বা আংশিক সুরক্ষিত লাইন মানুষকে প্রাণঘাতী বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। এ ধরনের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও বিদ্যুৎ সংস্থাকে আরও সচেতন হতে হবে। এই দুর্ঘটনা শুধুমাত্র পরিবারের জন্য নয়, পুরো এলাকার বাসিন্দাদের জন্য সতর্কবার্তা। স্থানীয়রা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, যদি বৃষ্টি ও জমে থাকা জল সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরভাবে না নেওয়া হয়, ভবিষ্যতেও এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশ এবং প্রশাসন মৃত বৃদ্ধার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

রাতের আঁধারে ভাঙচুর আর্সেনিকমুক্ত প্লান্টে, বিপাকে গ্রামবাসী ও পড়ুয়ারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেগঙ্গা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের কর্মকারপাড়ায় আতঙ্ক ছড়াল দুষ্কৃতী তাণ্ডব। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গ্রামের একমাত্র আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্লান্টে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। প্লান্ট সংলগ্ন কয়েকটি গাছের ডালপালা পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়েছে। ভোর হতেই গ্রামবাসীরা ঘটনার খবর পান এবং দেখা দেন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্থানীয়দের দাবি, এই ভাঙচুরের ফলে শুধুমাত্র গ্রামবাসীরাই নয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পড়ুয়ারাও পড়েছেন জলের সংকটে। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা বহুদিন ধরেই আর্সেনিকপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা ভেবে প্রায় সাত-আট মাস আগে চৌরাশি পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কর্মকারপাড়ায় তৈরি হয় আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের একটি আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট। ব্যয় হয়েছিল প্রায় ২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। সেই প্লাঃট থেকেই প্রতিদিন গ্রামের মানুষ নিরাপদ জল সংগ্রহ করতেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্না থেকে শুরু করে পড়ুয়াদের পানীয় জল পর্যন্ত ওই উৎসের উপর নির্ভরশীল ছিল। মাঝে কিছুদিন প্লান্ট থেকে নোংরা জল বেরনোর অভিযোগ উঠেছিল। গ্রামবাসীরা বিষয়টি জানালে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়ে ফিল্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ পরিস্কার করেছিল। কিছুদিন স্বাভাবিকভাবে প্লান্ট চালু থাকলেও বৃহস্পতিবার রাত একটা নাগাদ আচমকা হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। যন্ত্রাংশ ও ফিল্টার ভাঙচুর করা হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাইপলাইন। এমনকি প্লান্টের চারপাশে থাকা কয়েকটি গাছের ডালও কেটে ফেলা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতের নীরবতা ভেদ করে হঠাৎ ভাঙচুরের শব্দ শোনা গিয়েছিল। কিন্তু ভয়ে কেউ সাহস করে বাইরে বেরোতে পারেননি। গীতা কর্মকার নামে এক বাসিন্দা বলেন, গভীর রাতে অদ্ভুত শব্দ শুনেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে। কিন্তু বাইরে যাওয়ার সাহস পাইনি। অন্য এক বাসিন্দা সুবোধ রায়ের বক্তব্য, প্লান্ট নিয়ে কারও অসন্তোষ থাকতেই পারে। কিন্তু তা পঞ্চায়েতকে জানানো যেত। এভাবে ভাঙচুর করার ফলে গোটা গ্রাম সমস্যায় পড়েছে। এটা একেবারেই উচিত হয়নি। ভাঙচুরের সময় দুষ্কৃতীরা যে তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ, ঘটনাস্থল থেকে একটি হাতঘড়ি উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, সেই ঘড়ি ভাঙচুরকারীদের কারও। এতে তদন্তে সুবিধা হবে বলে মনে করছে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন চৌরাশি পঞ্চায়েতের প্রধান বাপ্পা মণ্ডল এবং উপপ্রধান লিয়াকত আলি সাগর। ক্ষতিগ্রস্ত প্লান্ট দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। বাপ্পা মণ্ডল বলেন, গ্রামবাসীর স্বার্থে তৈরি হয়েছে এই প্লান্ট। এখানে ভাঙচুর মানে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। আমরা ইতিমধ্যেই দেগঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। এদিকে প্লান্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জল সংগ্রহ করতে পারছেন না গ্রামবাসীরা। পড়ুয়া থেকে সহায়িকা-সবাই সমস্যায় পড়েছেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নার কাজও কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শিশুদের নিরাপদ জল জোগানো যাচ্ছে না। কর্মকারপাড়ার মানুষ তাই আরও ক্ষুব্ধ। স্থানীয়দের একাংশ মনে করছেন, ব্যক্তিগত শত্রুতা অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকেই

এই নাশকতা ঘটানো হয়েছে। তবে এখনও বিষয়টি পরিস্কার নয়। দেগঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এক আধিকারিক বলেন, ভাঙচুরের ঘটনায় আমরা একাধিক সূত্র হাতে পেয়েছি। উদ্ধার হওয়া ঘড়িটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হতে পারে। দুষ্কৃতীদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, আর্সেনিক দূষণ একটি ভয়ঙ্কর সমস্যা। দীর্ঘ সময় ধরে আর্সেনিকযুক্ত জল পান করলে মানুষের শরীরে মারাত্মক রোগ দেখা দেয়। চিকিৎসকরা বলছেন, চর্মরোগ, ক্যানসার থেকে শুরু করে নানা জটিল অসুখ হয় আর্সেনিকের কারণে। সেই জায়গায় আর্সেনিকমুক্ত জলের প্লান্ট গ্রামবাসীর একমাত্র ভরসা ছিল। সেটিতে হামলা চালানো মানে গোটা এলাকার স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে দেওয়া। গ্রামের মানুষ এখন একটাই দাবি তুলেছেন-দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত প্লান্ট মেরামত করে আবার চালু করা হোক। সেই সঙ্গে দুষ্কৃতীদের শাস্তি হোক যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন তাণ্ডব চালানোর সাহস না পায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পঞ্চায়েত ও পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কর্মকারপাড়ার গ্রামবাসীরা তাই তাকিয়ে আছেন প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপের দিকে।

পুজোর সাজ সেরে ফেরার পথে বকাঝকা, অভিমানে আত্মঘাতী ১৩ বছরের কিশোরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আনন্দের মধ্যে ঘনিয়ে এসেছে এক মর্মান্তিক ঘটনা। কলকাতার একটি আবাসিক এলাকায় ১৩ বছরের এক কিশোরী অভিমানে আত্মঘাতী হয়েছেন। পুলিশ ও পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, কিশোরী পুজোর সাজ সেরে পার্লার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফিরে কিছু দেরি হওয়ায় পরিবারের একজন সদস্যের সঙ্গে ছোটখাটো বাক্যালাপ বা বকাঝকা হয়, যা কিশোরীর উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। পরিবারের সদস্যরা জানান, কিশোরী সাধারণত মনোভাবগতভাবে শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু পুজোর সাজ করার জন্য পার্লারে একটু বেশি সময় কাটানোর পর বাড়ি ফিরে অভিভাবকের ছোট্ট তিরস্কার তাকে মানসিকভাবে চাপে ফেলে। এ সময় তার মনোবল ভেঙে যায় এবং তিনি নিজেই চরম সিদ্ধান্ত নেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কিশোরী প্রথমে তার কক্ষে গিয়ে একাকী সময় কাটাচ্ছিলেন। এরপর প্রাথমিকভাবে কোনো সতর্কবার্তা বা সাহায্যের চিহ্ন ছাড়াই, কিশোরী আত্মঘাতী হন। পরিবারের সদস্যরা তাকে খুঁজে পেয়েই তক্ষণা নিকটবর্তী হাসপাতলে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা তাকে জরুরি বিভাগে ভর্তি করেন, কিন্তু তখনও তার অবস্থা গুরুতর ছিল। স্থানীয় পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কিশোরীর আত্মহত্যার পেছনে মানসিক চাপ, দেরিতে বাড়ি ফেরার কারণ এবং পারিবারিক বকাঝকা প্রভাব ফেলতে পারে। তবে তারা আরও তদন্ত চালাচ্ছেন যাতে পুরো ঘটনার বাস্তব কারণ উদঘাটন করা যায়। পুলিশ পরিবারকে মানসিক সহায়তার জন্য পরামর্শও দিয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিশোর-কিশোরীদের মানসিক অবস্থা খুবই সংবেদনশীল। ছোট ছোট ঘটনা যেমন বকাঝকা, দেরি হওয়া বা পারিবারিক উত্তেজনা তাদের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে পুজোর সময়ে আনন্দ ও চাপের সংমিশ্রণ মানসিক ভারসাম্যকে নড়বড়ে করতে পারে। তারা অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ দেন, সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের সমস্যার কথা শুনা এবং ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি নিয়ে অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া জরুরি। স্থানীয়রা এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, একটি ১৩ বছরের কিশোরীর এমন চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া পুরো সমাজের জন্য একটি সতর্কবার্তা। পুজোর আনন্দের মধ্যেও কিশোর-কিশোরীদের মানসিক নিরাপত্তা এবং মনোবল রক্ষা করা উচিত। পরিবারও শোকের মধ্যে রয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। তারা আশা করছেন, এই ঘটনা সকলের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে উঠবে যাতে ভবিষ্যতে শিশু ও কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যকে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। পুলিশ এবং সমাজকর্মীরা জানিয়েছেন, কিশোরীকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করানো এবং মানসিক সহায়তা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি অভিভাবকদেরও শিশুদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা, তাদের অনুভূতি বোঝা এবং ছোটখাটো সমস্যার সময় সহযোগিতা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।পরিবারের সদস্যরা জানান, কিশোরী সাধারণত মনোভাবগতভাবে শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু পুজোর সাজ করার জন্য পার্লারে একটু বেশি সময় কাটানোর পর বাড়ি ফিরে অভিভাবকের ছোট্ট তিরস্কার তাকে মানসিকভাবে চাপে ফেলে। এ সময় তার মনোবল ভেঙে যায় এবং তিনি নিজেই চরম সিদ্ধান্ত নেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কিশোরী প্রথমে তার কক্ষে গিয়ে একাকী সময় কাটাচ্ছিলেন। এরপর প্রাথমিকভাবে কোনো সতর্কবার্তা বা সাহায্যের চিহ্ন ছাড়াই, কিশোরী আত্মঘাতী হন। পরিবারের সদস্যরা তাকে খুঁজে পেয়েই তক্ষণা নিকটবর্তী হাসপাতলে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা তাকে জরুরি বিভাগে ভর্তি করেন, কিন্তু তখনও তার অবস্থা গুরুতর ছিল।

মেট্রো রেলওয়ে স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান পরিচালনা করছে

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের অন্যান্য অংশের সাথে যোগ দিয়ে মেট্রো রেলওয়েও মেট্রো প্রাঙ্গণকে পরিস্কার ও সবুজ করার জন্য স্বচ্ছতা হি সেবা ৫.০ অভিযান পরিচালনা করছে। এই অভিযানের সময়, স্টেশন, ট্রেন এবং অন্যান্য রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানে নিবিড় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্যানিটাইজেশন অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে মেট্রো কর্মীরা বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিয়েছেন। যাত্রীদেরও সংবেদনশীল করা হচ্ছে এবং মেট্রো প্রাঙ্গণ পরিস্কার রাখ